আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দুর্নীতি ও ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে দলিল গ্রহীতা ও দাতাদের জিম্মি করে দলিল প্রতি মোটা অংকের উৎকোচ নেয়াসহ নানা দুর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। খাজনা খারিজসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিক থাকার পরও দলিল প্রতি মোটা অংকের উৎকোচ না দিলে সাব-রেজিস্ট্রার দলিল স্বাক্ষর করছেন না বলে খোদ দাতা গ্রহীতারা অভিযোগ করেছেন।

এ নিয়ে অফিস চত্বরে হর-হামেশা উচ্চবাচ্য ও হট্টোগোলের ঘটনা ঘটছে। জমির ত্রুটিপূর্ণ কাগজের জন্য মোটা অঙ্কের উৎকোচ। এ অবস্থায় যে সকল গ্রহীতা উৎকোচ দিতে অনিচ্ছুক তারা দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। আর যারা বাধ্য হয়ে উৎকোচ দিচ্ছেন তারা সীমাহীন ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।

গত বুধবার ২৯ শে মে সরেজমিনে সাব- রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে দেখা যায়, দাতা গ্রহীতাদের মধ্যে যারা সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক দলিল প্রতি নির্ধারিত উৎকোচ জমা দিচ্ছেন তাদের দলিলে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে এজলাসে দাখিল করা হচ্ছে। আর যারা উৎকোচ দিচ্ছেন না তাদের কাগজপত্রে বিভিন্ন ত্রুটি দেখিয়ে ফেরত দেয়া হচ্ছে।

সাবরেজিষ্ট্রারের লাগামহীন দুর্নীতির মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি ওয়ারিশ সূত্রে জমি বিক্রি করলে দলিল প্রতি চার হাজার টাকা দিতে হয়। এই টাকা সংগ্রহ করেন সাবরেজিষ্ট্রি অফিসের সাবেক দলিল লেখক সমিতির ক্যাশিয়ার রবিউল হক ঝন্টু। এছাড়া ডিসিআর না থাকলেও দিতে হয় আরোও তিন হাজার টাকা। রেকর্ডীয় বসতবাড়ির জমি বিক্রি অথবা কিনতে গেলে গ্রাহকের গলার কাঁটায় পরিণত হয়। রেকর্ডীয় জমি রেজিস্ট্রির নামে বিভিন্ন অজুহাতে সাবরেজিষ্ট্রার ১০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থের মাধ্যমে জমি সম্পাদনা করেন।

প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন চুয়াডাঙ্গা সদর সাবরেজিষ্ট্রার অফিসে কর্মরত জর্ডান নামের এক কর্মচারীকে সাথে নিয়ে আসেন। এসব অবৈধ টাকা তাঁর মাধ্যমে সংগ্রহ করেন সাবরেজিষ্ট্রার গোলাম মর্তুজা। এছাড়া হায়ার ভেলুর নামের লাখ প্রতি ৫০০ টাকা নেন

আলমডাঙ্গা সাবরেজিস্ট্রি অফিসের ফাতেহা। রশিদ বিহীন দাখিলা বাবদ ৮০০ টাকা ও হেবা নামা দলিলে ১ হাজার ৮ টাকা দাখিলা বাবদ নেন। এসব অপকর্ম খোদ উপজেলা চত্বর প্রাঙ্গণে চললেও দেখার কেউ নেই। হতাশাগ্রস্থ হয়ে ফিরছে অনেক জমি ক্রেতা-বিক্রেতারা। এতে সপ্তাহের দুদিন প্রায় ১৫/২০ লাখ টাকা অবৈধভাবে সংগ্রহ করছেন সাবরেজিষ্ট্রার গোলাম মর্তুজা।

এ বিষয়ে সাবরেজিষ্ট্রারের সহকারী জর্ডান ও দলিল লেখক ঝন্টুর নিকট যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, সাবরেজিষ্ট্রার গোলাম মর্তুজা তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার কাউকে দেয় না। এইজন্য সাবরেজিষ্ট্রারের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

গাংনীতে সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রীকে যৌণ হয়রানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌণ হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। তবে, এ ধরনের গুরতর অভিযোগ ওঠার পরেও অভিযুক্ত শিক্ষক মিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেইনি বিদ্যালয় কতৃর্পক্ষ।

ওই শিক্ষকের নাম মিরাজুল ইসলাম। তিনি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর নিয়োগকৃত শিক্ষক। তিনি ২০১৯ সালে ওই বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) বিষয়ক শিক্ষক।

জানা গেছে, গত বুধবার ওই বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম একটি কক্ষে একা পেয়ে জোরপূর্বক তার শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাতে দেন। তাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরে ওই ছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত না হয়ে ছাত্রী কমন রুমে অবস্থান নেই। বিষয়টি এক কান দোকান করতে করতে সবাই জানাজানি হয়।

বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আবুল

বাশার জানান, ভিকটিম ক্লাসে না এসে ছাত্রী কমনরুমে বসে ছিল। অন্যান্য ছাত্রীরা আমাকে জানানোর পর আমি তার সাথে কথা বলতে গেলে শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম তাকে যৌণ হয়রানি চালিয়ে বলে আমাকে জানায়। তিনি বলেন, এঘটনার পর অভিযেুক্ত শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম আর স্কুলে আসেনি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোহরাব হোসেন বলেন, বিষয়টি জানার পরে আমি তাকে মৌখিকভাবে বহিস্কার করেছি। এছাড়া তার বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তপক্ষের কাছে জানানো হবে। ওই ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার কথা ছিল। এজন্যও একটু দেরি হয়েছে বলে জানান তিনি। ঘটনার পাঁচ দিনে পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান শিক্ষক বলেছেন, আমি ওপেন হার্ট করা মানুষ। কালকে বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তপক্ষের কাছে জানাবো।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি সাহাবুদ্দীন জানান, ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর আমি প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চেয়েছি। ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন। এছাড়া ভিকটিমের বড় বোন আমাকে মোবাইল ফোনে বিষয়টি জানিয়ে বিচার দাবি করেছেন। আমি সে বিষয়টিও প্রধান শিক্ষকের কাছে বলেছি।

এদিকে শিক্ষক মিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রীদের যৌণ হয়রানির চেষ্টার একাধিক অভিযোগ উঠেছে। তার এলাকাতেও এধরনের অনৈতিক কাজের একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিচার দাবী ও বিদ্যালয় থেকে বহিস্কারের দাবী জানান অভিভাকরা।

মেহেরপুর শহরে প্রকাশ্যে দিবালোকে ব্যবসায়ীর গোডাউন

ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

মেহেরপুর শহরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়ি দখল ও প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বীজ লুটপাট করার অভিযোগে এনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সওদাগর নামের এক ব্যক্তি।

ঘটনাটি মেহেরপুর শহরের ফৌজদারি পাড়া এলাকায় ঘটেছে।

সওদাগরের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, জনৈক আনোয়ারা খাতুনের কাছ থেকে প্রায় ৯ বছর আগে সাড়ে তিন কাটা জমি রেজিস্ট্রি ও দেড় কাঠা জমি বাইনা নামা সূত্রে কিনে সেখানে গোডাউন নির্মাণ করে কফিসহ অন্যান্য সব্জী বীজের ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। চলতি মৌসুমে প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন সব্জী বীজ সেখানে মজুদ করা হয়েছে।

গত ২৩ মে রাত আনুমানিক ৯.৪০ মিনিটের দিকে শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মোসির ছেলে শহিদুল ইসলাম (৫০), মুখার্জিপাড়া এলাকার মুনতাজ আলীর ছেলে সুজন আলী (৪০), মো: জীবন (৩৫), শুভ (৩২). ফৌজদারিপাড়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে রুবেল (৪০) তার স্ত্রী দুলালী (৩৫), রবির ছেলে ডালিম (৪০), জলিলের ছেলে রকি (৩৫), ক্যাশবপাড়া এলাকার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ছবি খাতুন (৪৫)সহ প্রায় ১০/১২ জন অজ্ঞাত ব্যক্তি প্রকাশ্যে দিবালোকে সন্ত্রী কায়দায় গোডাউনে হামলা করে। গোডাউনের তালা ভেঙ্গে তারা প্রায় এক কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কফিসহ অন্যান্য সব্জী বীজ লুট করে। এছাড়া প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অন্যান্য বীজ বিনষ্ট করে। পরে খবর পেয়ে গোডাউনের সামনে যেতেই লুটপাটের এসব চোখে পড়ে বিবাদী সওদাগর আলীর।

সওদাগর বলেছেন, জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই প্রতিপক্ষরা আমার গোডাউন লুট করেছে। তিনি অভিযোগে আরো বলেছেন, এসময় তাদের বাঁধা দিতে গেলে প্রতিপক্ষরা আমাকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে। এছাড়া এই বিষয়ে আইনে গেলেও আমাকে খুন জখম করবে বলে হুমকি দিয়েছে তারা।

তিনি গোডাউন ভাংচুর ও লুটপাটের বিচার দাবী করেছেন প্রশাসনের কাছে। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। মেহেরপুর সদর থানা থেকে সামান্য দুরে প্রায় ঘন্টাব্যাপি প্রকাশ্যে দিবালোকে এ ধরনের ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটলেও থানা

পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেননি বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়ার সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, “অভিযোগ হয়েছে কিনা এটা আমার জানা নেই”। তিনি আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটি কেটে দেন।

কোটচাঁদপুরে নিয়োগ পরিক্ষার আগেই নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ

নিয়োগ পরিক্ষার আগেই নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে কোটচাঁদপুরের মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে। প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী সৌরভ ইসলাম। পরিক্ষায় যে প্রথম হবে,তাকে চাকুরী দেয়া হবে বললেন সভাপতি।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে শূন্য ও সৃষ্ট পদে কয়েক জন বল নিয়োগ দেয়া হবে। এ জন্য গেল ৭ মার্চ দৈনিক নবচিত্র সহ ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে প্রধান শিক্ষক, কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর,অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা কর্মী,পরিছন্নতা কর্মী। এ সব পদের জন্য ৫২ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন।

যার মধ্যে রয়েছে সৌরভ ইসলাম। তিনি এলাঙ্গী গাজী পাড়ার বাসিন্দা। তিনি আবেদন করেছেন নিরাপত্তা কর্মীর পদে। তিনি বলেন,মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমার গ্রামের প্রতিষ্ঠান। এ জন্য পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল নিয়োগ পরিক্ষার মাধ্যমে হবে। পরিক্ষা ভাল হলে,তাঁর চাতুরী হবে। এখন দেখি চাকুরী হবে টাকার বিনিময়ে। বিষয়টি জানার পর আমি হতাশ হয়েছি। এখানে নিয়োগের আগেই নিয়োগ বানিজ্য হচ্ছে।

তিনি বলেন, যার বেশ কয়েকটি প্রমানও রয়েছে আমার কাছে। এ কারনে নিয়োগ ফ্রি ও ফেয়ার করার দাবীতে ও অর্থ বানিজ্য রুখতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছি। তিনি এ নিয়োগ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন বলেন,৫ টি পদে নিয়োগ আছে। যার মধ্যে প্রধান শিক্ষক, কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর,অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা কর্মী,পরিছন্নতা কর্মী। এ সব পদের জন্য ৫২ জনকে ইন্টারভিউ কার্ড দেয়া হয়েছে।

এ নিয়োগে কোন টাকার লেনদেন হচ্ছে না। টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নাই। পরিক্ষায় প্রথম হলে তাকেই চাকুরী দেয়া হবে দাবী প্রধান শিক্ষকের। নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ মিথ্যা বানোয়াট।

একই কথা বললেন,মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জিহাদ খান। তিনি বলেন,নিয়োগ পরিক্ষায় যে প্রথম হবে,তাকেই নিয়োগ দেয়া হবে। টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়ার কোন সুযোগ নাই।

তিনি বলেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মূলক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,আবেদন করেছেন কিনা আমার জানা নাই। আমি জেলার মিটিংয়ে আছি।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সরকারি রাস্তা দখলের অভিযোগ

মেহেরপুরের আমঝুপিতে অবৈধভাবে সরকারি রাস্তা দখল করে খুঁটি পুঁতে রেখেছে বলে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডের মোস্তাক মেম্বারের বাড়ির কাছ থেকে গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ১ কিলোমিটার রাস্তাটির শেষ

মাথায় জুল্লুর রহমান, হাফিজুর রহমান কটা, মজিবুর রহমান কান্দু তিন ভাই মিলে রাস্তায় অবৈধভাবে খুঁটি গেরে অর্ধেক রাস্তা দখল করে রেখেছে। এলাকাবাসী বারবার খুঁটে তুলে নেওয়ার কথা বললেও জোরপূর্বক খুঁটিটি না তুলে জনসাধারণের চলার পথটি বাঁধাগ্রস্ত করে রেখেছে। এই নিয়ে স্থানীয়ভাবে ফয়সালা করার ব্যবস্থা করলেও তারা মানতে নারাজ।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, স্কুলের ছাত্র ছাত্রী, মাদ্রাসা ছাত্র ছাত্রী, মসজিদের মুসল্লী এবং এলাকাবাসীকে প্রতিনিয়ত চলাচলে বাধাগ্রস্ত হতে হচ্ছে পথটি খুঁটি দিয়ে দখলে নেওয়ার জন্য। রাস্তাটি দ্রুত খুঁটি মুক্ত করতে পারলে সকলেই স্বাচ্ছন্দে চলাচল করতে পারবে।

এবিষয়ে অভিযুক্তদের ফোনে একাধিকবার ফোন দেয়া হলেও তারা ফোনটি রিসিভ করেননি।

এদিকে দ্রুত সমস্যাটি সমাধান করে রাস্তাটিকে খুঁটি মুক্ত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিকট দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনসাধারন।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌণ হয়রানির অভিযোগ

গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর অভিভাবকরা যৌণ হয়রানির অভিযোগ দিয়েও কোনো প্রতিকার পাইনি। বরং অভিভাবকদের উপর জোর প্রয়োগ করে, হামকী ধামকি দিয়ে অভিযোগ তুলে নেয়ার পায়তারা করছে ওই শিক্ষক।

পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ানোর সময় বুকের সাথে চেপে ধরে আদর, স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়াসহ বিভিন্নভাবে যৌণ হয়রানি করার অভিযোগ এনে প্রধান শিক্ষক মাহাবুব উল আলম কাজলের বিরুদ্ধে

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও মহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিয়া মোহাম্মদ আহসান মাসুম বলেন, কাজল মাস্টারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগের কথা শুনেছি। তবে এটাও শুনেছি সে নাকি বিষয়টি আপোষ করে ফেলেছে।

নব শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বড় বামন্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, বিষয়টি ন্যাক্কারজনক। ঘটনা সত্য হয়ে থাকলে অথবা দোষী প্রমাণিত হলে তার অবশ্যই বিচার হোক সেটা আমি চাই। সেই সাথে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দিন জানান, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী বা তার পরিবারের পক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর থেকে আমাকে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যথাযথভাবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা জানান, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
তবে ওই অভিযোগ তুলে নেয়ার জন্যে গতকাল সোমবার (২৯ এপ্রিল) দুপুরে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে আরো একটি আবেদনপত্র দাখিল করা হয়েছে। সরেজমিনে তদন্ত করে ঘটনাটির আসল রহস্য উন্মোচন করে প্রকৃত দোষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

কোটচাঁদপুর গাছ কেটে বিক্রি ও কম্পাউন্ডের জমি লিজ দেওয়ার

অভিযোগ

গাছ কেটে বিক্রি ও কম্পাউন্ডের জমি লিজ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মশিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে। তিনি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)কোটচাঁদপুর অফিসের কর্মকর্তা। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন,(বিটিসিএল) ঝিনাইদহের প্রকৌশলী আবু জাহিদ।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)কোটচাঁদপুর অফিসে গেল তিন বছর হল কর্মরত রয়েছেন,মশিয়ার রহমান। তিনি ওই অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি এই কর্মস্থলে যোগদানের পর ওই কম্পাউন্ডের ভিতর থেকে এর আগে কাঠাল গাছ সহ বেশ কয়েকটি গাছ কেটে বিক্রি করে দেন। কম্পাউন্ডের জমি লিজ দিয়ে নিয়েছেন টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার বিক্রি করেছেন একটি একাশিয়া গাছ। যার আনুমানিক দাম ৪ হাজার টাকা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মশিয়ার রহমান বলেন,বিটিসিএল গাছ বিক্রি করতে পারেন। আর এ ঘটনাটি স্যার জানেন। স্যারের অনুমতি নিয়ে গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। আর টাকা স্যারকে দেয়া হয়। তবে তিনি জমি লিজ দেয়া ও অন্যান্য গাছ কেটে বিক্রির কথা অস্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড(বিটিসিএল) প্রকৌশলি আবু জাহিদ বলেন,গাছ কাটার সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা। আর টাকা নেওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা না। তিনি বলেন,আমার বাড়ি এখানেই শৈলকূপায়। ঝিনাইদহের কল্পনা এমপি আছে,ওনাকে তো আপনারা চিনেন। আমরা ওই ফ্যামিলির ছেলে। আপনি মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখবেন আমরা কি ধরনের।

আবু জাহিদ আরো বলেন,মশিয়ার রহমান সাহেব এটা কোন রকম করতে পারেন না। ওনি এটা করে চাকুরীর বিধি লংঘন করেছেন। আমি ঘটনা নিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলবো। এরপর তদন্ত শেষে ওনার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,ঘটনাটি আমার জানা নাই। তবে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

[redacted]

[redacted]

আমপারা খাতুন তাকেও মারধর করেন বলে অভিযোগ কেরেন তিনি। শুধু মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি, জাফরের পরিবারের কোনো সদস্যকে বাড়ির বাইরে যেতে দেবেনা বলেও হুমকী ধামকি দিচ্ছেন লিমনের পিতা জাহাঙ্গীর আলম।

এ ব্যাপারে গাংনী থানার এসআই আলিমুল জানান, ভুক্তভোগী পরিবারকে সকালে থানায় এসে লিখিত দেওয়ার করা বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা দেইনি। আমরা এইজন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিনি। আইনগত ব্যবস্থা নিতে হলে তো ভুক্তভোগী পরিবারের লিখিত অভিযোগ থাকতে হবে।

আলমডাঙ্গায় কৃত্রিম প্রজনন কর্মীকে প্রতারণার অভিযোগে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃত্রিম প্রজনন কর্মী ও পশু চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং কাঙ্খিত বাচ্চা না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৯ শে মার্চ এমন অভিযোগ তুলে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিদপ্তরে অভিযোগ দিয়েছে আশাবুল হক নামের এক খামারি। ওই অভিযোগে কৃত্রিম প্রজনন কর্মী ও পশু চিকিৎসক আব্দুল মান্নানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ জরিমানা আদায় করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের বেগুয়ারখালি গ্রামের বাসিন্দা আশাবুল হক। তিনি আমেরিকান ডেইরী লিমিটেড (এডিএল) এ.আই কার্ডধারী খামারি। তার খামারী ব্যবসার উপরে জিবিকা ও পরিবার নির্বাহ করেন। ২০২৩ সালের ২৩ মে স্থানীয় কৃত্রিম প্রজনন কর্মী আব্দুল মান্নানের মাধ্যমে একটি গাভী গরুকে ব্রাহামা সিমেন দেওয়ার কথা বলে তিন হাজার টাকা নেন। পরবর্তীতে গরুটি কনসিভ না করলে আবারো ওই চিকিৎসকে ডেকে আনি। তিনি দফায় দফায় কৃত্রিম প্রজননের নামে ৭ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়।

এছাড়া ব্রাহামা সিমেন দেবার কথা থাকলেও বাচ্চা প্রসবে দেখা যায়

শাহিওয়াল ক্রস। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং ভুক্তভোগী আশাবুল হককে জরিমানার ২৫% অর্থ দেওয়া হয়।

উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি জানান, কৃত্রিম প্রজননের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় সহ প্রতারণার অভিযোগে ভোক্তা অধিদপ্তর তাকে জরিমানা করেছে।

সম্পদের জবরদখল ও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ এনে মেহেরপুরে সংবাদ সম্মেলন

নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির দখল পেতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেহেরপুরে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২৪ মার্চ) দুপুর পৌনে তিনটার সময় মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সন্নিকটে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী সাহিদা খাতুন এবং তার পুত্র মোঃ এসকেব আলী লিখিত বক্তব্য পাঠ করে পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

লিখিত বক্তব্যে মোঃ এসকেন আলী বলেন, ‘আমি মোঃ এসকেন আলী। আমার মাতা সহিদা খাতুন, স্বামী- মৃত খায়রুল বাসার, সাং- দিঘিরপাড়া, ০৫নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর পৌরসভা, থানা ও জেলা- মেহেরপুর।

আমার মাতা সহিদা খাতুনের দ্বিতীয় স্বামী মৃত খায়রুল বাসার-এর নামীয় সম্পত্তি থেকে আমার মা সহিদা খাতুন তাহার অংশমত ৬৪.৯৯ একর সম্পত্তি পান এবং সহিদা খাতুন নিজ নামে খারিজ করেন এবং খাজনা পরিশোধ করিতেছেন। আমার মাতা তাহার মৃত স্বামী খায়রুল বাসার -এর নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তির মধ্যে আমাকে কিছু সম্পত্তি দান মূলে